রংপুর সদর উপজেলার পটভূমি, নামকরণ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী রংপুর

রংপুর সদর উপজেলা ঐহিত্যবাহী একটি প্রাচীন শহর যা ১৭৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর সদর উপজেলা শহর পূর্বে ''রঙ্গাপুর'' নামে খ্যাত ছিল। রঙ্গাপুর অর্থ যে জনপদের জনগণ কৌতুক প্রিয় যদিও ঐতিহাসিকগণ ''রঙ্গাপুর'' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত নন তবে প্রচলিত মতে হচ্ছে রাজা বাঘাদত্ত 'ঘাঘট' নদীর তীরে রঙ্গামহল তৈরী করেন এবং এই রঙ্গামহল থেকে রংপুর নামের উৎপত্তি। ১৩'শ শতকে মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করে রংপুর অঞ্চলে তাঁর প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। মহান সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ১৬৮৫ সালে রংপুর'কে সম্রাজ্য ভূক্ত করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে শহরের পুরাতন অংশ ''মাহিগঞ্জ'' এই অঞ্চলের প্রধান বানিজ্য কেন্দ্র ছিল। মুসলিম নারী জাগরনের অগ্রদূত মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান হিসেবে রংপুর সুপরিচিত। প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় রংপুর কালেক্টরেটে দেওয়ান হিসাবে ১৮০৯ পর্য ন্ত কাজ করেন১৮১৪ -। রংপুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিতে অগ্রবর্তী এবং রংপুরের স্থানীয় ভাষাও আঞ্চলিক সংস্কৃতি বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

রংপুর নামকরণের পেছনে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। রংপুর বা 'রঙ-পুর' শব্দটি ফারসি অর্থে 'রঙে পূর্ণ'। মতান্তরে সংস্কৃত অর্থে পুরমানে শহর। মহাভারতের বিবরণ অনুসারে প্রাগজ্যোতিষ অধিপতি রাজা ভগদত্তের উদ্যান বা রঙ-মহল অবস্থানের জায়গাটিই রঙ্গাপুর নামে অভিহিত ছিল। উক্ত বিবরণ অনুযায়ী রাজা ভগদত্তের রঙ মহলের নামানুসারে রঙ্গাপুর বা রংপুরের নামকরণ করা হয়েছে বলে অনেকের অভিমত। তারিখ-ই-ফেরিশ থেকে জানা যায়, ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে রংপুর প্রতিষ্ঠিত হয়।সুনির্দি ষ্টভাবে বলা না গেলে অন্তত আড়াই হাজার বছরেরসভ্যতা, সংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চল।

এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, ঘাঘট, যমুনা, ধরলা প্রভৃতি নদ-নদী। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র অনুযায়ী ভারতের পূর্ব াংশ কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষরাজ্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যার অন্তর্গ ত ছিল বর্ত মান রংপুর তথা রঙ্গাঁপুর অঞ্চল। রাজা ভগদত্তের সময় (খ্রীঃ পূর্ব ১৫০০ অব্দ) রংপুর প্রাগজ্যোতিষের অন্তর্গ ত ছিল আবার রাজা সমুদ্রগুপ্তের সময় (৩৪০ খ্রীঃ) কামরুপ কারদরাজ্যে পরিণত হয়। পরবর্তীতে আবার এই অঞ্চল কোচবিহারের কিছু অংশ হিসাবে পরিচালিত হতো। ৪র্থ শতাব্দীর মধ্য থেকে এ অঞ্চল সর্ব প্রথম বর্ম ারাজবংশের অন্তর্ভূ ক্তহয়। কালক্রমে পালবংশ, সেনবংশ আরও অনেক রাজাধিরাজ এখানে রাজত্ব করেন।

আইন-ই-আকবরীর বিবরণ অনুযায়ী মোগল রংপুর ৩ ধরনের প্রশাসনিক এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। ১৬৮৭ খ্রাষ্টাব্দে ঘোড়াঘাটে মোগলদের একটি ফৌজদারী হেড কোয়ার্ট ারস্থাপন করা হয়। একই সনে কাকিনা, কাজীরহাট, ফতেহপুর মোগলদের অধীনে আসে এবং ২৪ বছর পর ১৭১১ খ্রীঃ সমগ্র রংপুরে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর

তিন দশকের শুরুতে মাহিগঞ্জে মোগল রংপুরের হেড কোয়ার্ট ারগড়ে উঠে। পরবর্তীতে ১৭৬৫ সন পর্য ন্ত মোগল ইতিহাসে আর তেমন কোন পরিবর্ত ন ঘটেনি।

১৭৬৫ সনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পর রংপুর নতুন ব্যবস্থায় ইংরেজ শাসনাধীনে আসে। রংপুর অঞ্চলে সর্ব প্রথম১৭৬৫ সনে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিপ্লবে বিদ্রোহী সিপাহীরা এ অঞ্চলে ইংরেজ শাসকদের মাঝে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। পরবর্তীতে ১৯৩০ সনে রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসের ডাকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৬ খ্রীঃ অক্টোবরে এখানে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর বঙ্গের কৃষক নেতাদের বৈঠক এবং নভেম্বরে শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন।

ভাষা ও সংস্কৃতি

রংপুরের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাহিত্যকর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি সুপ্রাচীন ও বিভাসিত। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যে র লীলা নিকেতন এই রংপুর বলা যায় প্রকৃতির রহস্যময়তায় নান্দনিক সৌন্দর্যে প্রকৃতির আদরণীয় হিল্লোলে ও প্রাণময়তায় ভরপুর রংপুর। অর্থ াৎ

''রঙ্গরসে ভরপুর
এই রঙ্গপুর''।

এই রঙ্গরস শিক্ষাসাহিত্য-, সঙ্গীত, সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য বিশেষ করে লোকসংস্কৃতি মিলিয়ে অনবদ্য। রঙ্গপুরের পরিবর্তি ত রূপ রংপুর। বাংলাদেশের প্রাচীনতম অংশের নাম বরেন্দ্র বা রারেন্দ্রী। রংপুর সমতল (রঙ্গপুর) বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্গ ত পরবর্তী সময়ে যে অঞ্চল গৌড় অঞ্চল বলে পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায়, রংপুর এর ভূমি (রঙ্গপুর) সম্প্রসারিত ছিল গৌহাটি কেন্দ্রিক রাজ্য প্রাগজ্যোতিষপুরের অন্তর্গ ত রংপুরের রঙ্গপুর নামটির নামকরণ এখনও চুড়ান্তভাবে বিতর্করহিত হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন মহাভারতের সময়ে প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তের রংমহল ছিল রংপুরের এবং সেই রংমহল হতে নাম হয়েছে রঙ্গপুর। কারো কারো মতে ভগদত্তের কন্যা পায়রাবতীর নামানুসারে নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জন্মভুমি পায়রাবন্দের নামকরণ হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন রংপুরের বস্ত্ররঞ্জনী কারখানা)Dying Industry) ছিল। পাট নির্মি ত বস্ত্রে বা চটে রং করা হতো বলে রংপুরকে রংরেজপুর বলা হতো এবং তার পরিবর্তনে হয়েছে রঙ্গপুর (রংপুর)। তবে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন রংপুরের নামকরণের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর অবদান গ্রহণযোগ্য। রঙ্গপুর শব্দটির ফার্সী শব্দ আর তাই সঙ্গত কারণে বখতিয়ার শাসন আমলে রংপুরের নাম রঙ্গপুর হয়েছে।
রংপুর কালেক্টর ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তা পূর্ণ াঙ্গ রূপ লাভ করে। ১৭৯৩ খ্রিঃ রংপুর কালেক্টর হতে বিচার বিভাগ আলাদা হলে একজন বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়।

ভাষা

বাংলা ভাষার যেমন আছে পরিশীলিত রূপ তেমনি অঞ্চল ভিত্তিক গ্রামীণ জনপদে প্রচলিত রয়েছে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা।

ভৌগোলিক কারণে হোক বা শারীরিক গঠনের জন্য হোক রংপুরের শিক্ষিতজনেরা বাংলাদেশের অনেক জেলার অপেক্ষা পরিশীলিত ভাষায় কথা বলতে পারেন। তাদের উচ্চারণে কোন বিকৃতি নেই, নেই অস্পষ্টতা। তারা অনায়াসে আঞ্চলিকতা সম্পন্ন ভাষা বা উচ্চারণ পরিহার করতে পারেন। ম্যাকসমূলার বলেছেন ‘‘The real and natural life of language is in its dialects’’. ভাষার প্রকৃত ও স্বাভাবিক জীবন তার উপভাষাগুলিতে। উল্লেখ্য বাংলাভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। রংপুরেও পরিশীলিত ও মার্জিত ভাষার সমান্তরাল রংপুরের প্রামাঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষা, যখন এ গ্রামাঞ্চলের জনপদে উদ্ভব হয়েছে নিঃসন্দেহে সে সময় হতে গ্রামীণ জনপদ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে আসছে। এ ভাষার উচ্চারণগত সহজবোধ্যতা, সাবলীলতা ও শ্রুতিমাধুর্য অসামান্য আর এ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছে সাহিত্যসঙ্গীত-, প্রবাদপ্রবচন-, ছড়া, গীত ইত্যাদি যা মানুষের আনন্দের উপকরণ। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্মে র মাত্র কটির নাম করা হলো, ষোড়শ শতকের কবি মুহম্মদ কালার নেজাম পাগলার কেচ্ছা , অষ্টাদশ শতকের কবি হেয়াত মামুদের রচনায় রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার অনেক শব্দ রয়েছে ।বেগম রোকেয়ার রচনায় রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার শব্দাবলীও আছে । পরবর্তী সময়ে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়াতার, সৈয়দ শামসুল হক এর নুরলদীনের সারাজীবন, নূরুল ইসলাম কাব্যবিনোদের হামার অমপুর, আবুল কাশেমের হামার দ্যাশ হারাগাছ, সিরাজুল ইসলাম সিরাজের মরা মানুষের মিছিল, আনিসুল হক এর নাল পিরান, মকসুদুল হক এর শঙ্খামারীর ঘাট, সাখাওয়াত হোসেনের বাহে নিধূয়া পাথার, নাসিমুজ্জমান পান্নার নাকফুল এবং মতিউর রহমান বসনীয়া রংপুরের ভাষার অভিধান ও অনেক কবিতা লিখেছেন এ ভাষায় । তাছাড়াও অনেকে রংপুরের ভাষা ব্যবহার করেছেন রচনায় এবং মুহম্মদ আলীম উদ্দিন তাঁর রংপুর সংবর্তিকা গ্রন্থে রংপুরের ভাষা শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করেছেন ।

রংপুরের ভাষা উদীচ্য বা বরেন্দ্র উপভাষার গোত্রভূক্ত ।

এ ভাষার বৈশিষ্ট্যঃ

১. আনুনাসিক বর্ণ রক্ষিত

২) শ্বাসাঘাতের নির্দি ষ্ট সহান নেই

৩) শব্দের আদিকে ‘ র ’ এর আগয় লোপ, যথাঃ রসঅস =, রামবাবুআমবাবু =, রংপুরঅমপুর =, রক্ত অক্ত =,

‘‘ আমবাবুর রামবাগানে অনেক রাম পেকেছে ’’।

4) অধিকরণ কারকে ‘‘ ত ’’ বিভক্তির প্রয়োগ । ‘‘ বাবা বাড়িত নাই’’।

৫) অপিনিহিতর ব্যবহারঃ অদ্য>অহিজ, কাল্য>কাইল

৬) শব্দের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ লোপ ঃ কহিল্ক>কইল, ৭) ‘‘ ছ’’ এর ব্যবহার ‘ চ ’ রূপেঃ মাছ>মাচ

৮) শব্দের মধ্যবর্তী সহানে অতিরিক্ত স্বরবর্ণে র ব্যবহারযেমনঃ গেলে>গেইলে, বোন>বইন,

৯) ‘ল’ এর সহলে ‘ন’ এর আগম ঃ লাট>নাট, লাগে>নাগে

কতিপয় শব্দঃ

অকে, অমপুর, অক্ত, আঙা, আন্দন, উদিনকা, আইগন্যা, ক্যাংকা, ফ্যাদলা, এইংকা, উন্দাও, বাইগন, বাহে, সুন্দরী, তাংকু, দলান, ঢ্যানা, বাড়ুন, গাবরু, কাপাট, কইনা, এইকনা, ছাওয়া ইত্যাদি ।

রংপুরের সাহিত্যকর্ম ঃ

অনেক বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও ঐতিহাসিক বলেছেন যে বাংলা সাহিত্যের আদিনীড় রংপুর । রংপুরের ভাষার যেমন প্রাচীনত্ব আছে তেমনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনত্বের রংপুরের অংশীদারিত্ব আছে । বাংলা ভাষা সাহিত্যের আদি নিদর্শ ন চর্য াপদ অর্থ াৎ প্রাচীন বাংলায় রচিত ৫১টি পদ অখন্ডিত ৪৭ পদই বাংলা ভাষার আদি নিদর্শ ন রচয়িতা ২৪ জন কবি । ডঃ মুহষমদ শহীদুল্লাহর মতে যা রচিত হয়েছে ৭ম শতাব্দী হতে ১০ শতাব্দীর মধ্যে । আর এই পান্ডলিপিটি ১৯০৭ সালে আবিস্কৃত হয়েছে নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার হতে । আবিস্কারক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।

অনেকে মনে করেন চর্য াপদের কবিদের অনেকের পদচারনা হয়তো ঘটেছিল রংপুরে। ফলে চর্য াপদের ভাষা. অনেক রংপুরের আঞ্চলিক ভাষার শব্দও বিশেষতব দেখতে পাওয়া যায় যেমননাহি পরবেসী হাড়িত ভাত নাই /টলিত মোর ঘর . নিতি আবেসী ‘তে’ বিভক্তির স্থলে ‘ত’ বিভক্তির প্রয়োগ রংপুরের ভাষার বৈশিষ্ট্য। তেমনি নঞক অব্যয়ের ব্যবহার ব্যবহার ক্রিয়াপদের আগে, যেমন, গাছের তেন্তুল কুম্ভীরে নক্ষত্র, রংপুরের উদাহরণ।

না যাও, না খাও।

শব্দ মোর, তোর, সুতি, পোহাই, ঘিন, খাল, ইত্যাদি শব্দ রংপুরেও ব্যবহৃত হয়।

রংপুর হতে স্যার জর্জ গ্রীয়ার্স ন আবিষ্কার করেছেন নাথগীতিকা, মধ্যযুগের অনেক বিশিষ্ট্য কবি কাব্য রচনা করেছেন রংপুরে। তাঁরা হলেন কমললোচন, হরিশচন্দ্র বসু, হেয়াত মামুদ, শাকের খাদম, মুহম্মদ কালা, দ্বিজহরি, ধুরহানুল্লাহ, শরিয়তুল্লাহ।

আধুনিক যুগের অনেক কবি সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন আর তারা হলেন, পন্ডিত যাদবেশ্বর, তর্করত্ন, জামাল উদ্দিন, রামনারায়ণ তর্করত্ন যিনি বাংলা মৌলিক নাটক ‘কুলিনকুল সর্ব স্ব রচনা করেন এবং কুন্ডির জমিদার প্রদত্ত ৫০টাকা পুরস্কার লাভ করেন -/। হরগোপাল রায়, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া, অতুল গুপ্ত, অতুল প্রসাদ সেন, শেখ ফজলুল করিম, খেরাজ আলী, রবীন্দ্র নাথ মৈত্র, তুলসী লাহিড়ী, নুরুল ইসলাম কাব্য বিনোদ, সৈয়দ শামসুল হক, আশুতোষ দত্ত, মোতাহার হোসেন সুফী, মতিউর রহমান বসনীয়া, মহফিল হক, মোনাজাত উদ্দীন,

মুহম্মদ আলীম উদ্দীন, মঞ্জু সরকার, আনিসুল হক, আব্দুল হাই সিকদার, সৈকত আসগার সহ আরো অনেক সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে অবদান রেখেছেন এবং এখনও অনেকে সাহিত্যকর্মে সচল আছেন৷

লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি:

লোক সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতিতে রংপুরের অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আর এসব কর্ম কান্ড সম্পাদিত হয়েছে রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায়। আঞ্চলিকতার দিক দিয়ে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালীর বিপরীত প্রান্তের লোকসঙ্গীত। ভাওয়াইয়া রংপুরের লোকসঙ্গীত ধারায় সর্ব াপেক্ষা উজ্জবল ও সমৃদ্ধ শাখা ভাওয়াইয়া সম্রাট আববাস উদ্দীন ১৯৫৪ সালে ভাওয়াইয়াকে বিশ্বদরবারে উপস্থাপিত করেন। ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতের ধারায় এই অঞ্চলের গ্রামীণ জনপদের বিভিন্ন পেশার মানুষের সুখদুঃখ-, হাসিকান্না-, প্রেমভালোবাসা-, বিরহবেদনাকে আশ্রয় করে লোকের মুখে- মুখে রচিত এবং বিপুল আবেদনময় সুরে বাঁশি ও দোতরার মতো বাদ্যযন্ত্র যোগে গীত হয়ে আসছে।

আঞ্চলিক নামানুসারে ভাওয়াইয়া ৫টি ধারায় বিভক্ত, ‘ভাব’ ‘ভাওয়া’, ‘বাওয়া’, ‘বাউদিয়া’ প্রভৃতি শব্দ হতে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি বলে গবেষকরা মতামত ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্যযোগ্য জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া-

- ওকি গাড়িয়াল ভাই
- কি ও কাজল ভোমরা
- তোরসা নদীর ধারে ধারে
- নাইওর ছাড়িয়া যেও মোর বন্ধু
- নদী না যাই ওরে বৈদ
- ফাঁন্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে।

রংপুরের মেয়েলী গীত/গান

রংপুরের লোক সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের ধারায় মেয়েলী গীত বিয়ের গীত একটি উল্লেখযোগ্য -। রংপুরের মেয়েলী গীত মেয়েলী আচার অনুষ্ঠানের অনেক বিষয় নিয়ে রচিত ও গীত। যেমন বিয়ে, সাধভক্ষন, অন্নপ্রাসন, নবজাতকের ক্ষৌর কাজসহ বিয়ের বিভিন্ন পর্ব কে ঘিরে এই গীতগুলো রচিত এবং নৃত্যযোগে আনন্দমুখরতার মধ্যদিয়ে গীত হয়েআসছে যুগ যুগ ধরে। রংপুরের লোক সঙ্গীতের ধারায় আরো আছে হুদমার গান, জগেরগান, যোগীর গান, গোয়ালীর গান, ক্ষ্যাপাগান, জারীগান, মালশা গান, পালাগান, বা কাহিনীগান লোকসঙ্গীত রংপুরের উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত ধারা। এ ধারায় রয়েছে অসংখ্য পালাগান। যেমন, নসিমন সুন্দরীর পালা, গুনাইবিবি, অমমূলা কন্যা, নেকোবিবি, কলিরাজা, চিনুবিনু, আরো অনেক।

রংপুরের লোকসঙ্গীতের ধারায় আছে, রংপুরের ভাষায় ছড়া, প্রবাদপ্রবচন-, ধাঁধা (শিল্কা) এই সঙ্গে আছে লোক বিশ্বাস রংপুরের কারু শিল্পচারুশিল্প প্রশংসিত অবস্থায়- ছিল, আর এগুলো হলোঃ শতরঞ্চি, পাটশিল্প, রেশম, তাঁত, মৃতশিল্প, নকশীকাথা, বাঁশশিল্প, কাঠশিল্প, কাসাপিতল-, লোহা শিল্প, ঢেঁকি শিল্প ইত্যাদি।